Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনে পিতামাতার করণীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী সিদ্দিকা তিথি

রোলঃ 228021336

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনে পিতামাতার করণীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী সিদ্দিকা তিথি

রোলঃ 228021336

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান লালন পালনে পিতামাতার করণীয় ও দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুমী সিদ্দিকা তিথি, আইডিঃ 228021336 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান লালন পালনে পিতামাতার করণীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মৌসুমী সিদ্দিকা তিথি

আইডিঃ 228021336

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা 6

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি 8

তৃতীয় অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 12

চতুর্থ অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও করণীয় 15

পঞ্চম অধ্যায়: পিতা ও মাতার স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত ভূমিকা 18

ষষ্ঠ অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও পর্যায় 20

সপ্তম অধ্যায়: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও সমাধান 24

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার 28

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

"ঊষর মরুর ধূসর বুকে, ছোট্ট যদি শহর গড়ো,
একটি শিশু মানুষ করা তার চাইতেও অনেক বড়।"

মানবজন্মের উদ্দেশ্যই হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহকে পরিচয় করা। আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার। তাদের ওপর অর্পিত হবে আল্লাহর বিধান মানার দায়িত্ব। কিন্তু কোনো নিয়ম বা বিধান না জানলে মানা যায় না। তাই সন্তানদের এমন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে আল্লাহর বিধান মেনে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর সহজে চলতে পারে। জেনে-বুঝে চলতে পারে, সহি-শুদ্ধভাবে আমল করতে পারে। তার না জানার দায় যেন তার পিতামাতা বা অন্য কারো ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে। এজন্যে সন্তানকে ইসলামী-শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

মহানবী সা. ইরশাদ করেন- "কোনো পিতা তার সন্তানকে ভালো আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া থেকে উত্তম কোনো পুরস্কার দিতে পারে না। " (তিরমিযি শরীফ)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিককে সুবিন্যস্ত ও আলোকিত করে। এই বিস্তৃত জীবনবোধের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো পরিবার এবং সন্তান প্রতিপালন। সন্তান কেবল মাতা-পিতার কাছেই নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য আল্লাহর এক অমূল্য দান ও পবিত্র আমানত। এই আমানতের সঠিক পরিচর্যা এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী লালন-পালন একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ বিনির্মাণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ইসলামী শরীয়তে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা এর মাধ্যমেই উত্তরসূরি প্রজন্ম দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা ও শাশ্বত আদর্শকে ধারণ করে এবং সমাজে তার প্রতিফলন ঘটায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মুমিনদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২)

অনুবাদ: "বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহরই জন্য।"

এই মহিমান্বিত আয়াতের গভীর তাৎপর্য হলো, একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হওয়া উচিত। সন্তান প্রতিপালনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও এর ব্যতিক্রম নয়; বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি মহান ইবাদত। সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মাধ্যম হতে পারে।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মূল্যবান বাণীর মাধ্যমে পরিবার ও সন্তানের প্রতি আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

"তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষাকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন শাসক তার প্রজাদের রক্ষাকারী এবং তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষাকারী এবং তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষাকারী এবং তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন ভৃত্য তার মনিবের সম্পদের রক্ষাকারী এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষাকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৮২৯)

এই সুস্পষ্ট হাদীস পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে কেবল তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং তাদের ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বশীল হিসেবে সাব্যস্ত করে। এই দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অবহেলা আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদের কারণ হতে পারে।

ইসলামিক জ্ঞান জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (রহঃ) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ "ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এ সন্তানের মনকে এক অনাবিল ও পরিষ্কার কাগজের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, একটি নবজাতকের মন সকল প্রকার কলুষতা মুক্ত থাকে এবং শৈশবে তার উপর যা কিছু লেখা হয়, তাই স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। এই মূল্যবান উপমা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের উত্তম শিক্ষা, নৈতিক আদব ও ইসলামী মূল্যবোধ শেখানো কতখানি অপরিহার্য। এই সময়ে অর্জিত জ্ঞান ও চরিত্রই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে।

এই থিসিসের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাহর আলোকিত পথে সন্তান প্রতিপালনে একজন মুসলিম পিতা-মাতার কী কী অবশ্যকর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা। এর পাশাপাশি, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরাও এই থিসিসের লক্ষ্য। আমরা আশা করি, এই আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকভাবে লালন-পালন করতে সক্ষম হবে এবং এর ফলস্বরূপ একটি ধার্মিক, নীতিবান ও উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি

ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের নীতিমালা সরাসরি কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। এই ঐশী নির্দেশনায় সন্তানের অধিকার এবং পিতা-মাতার কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি সুস্থ ও ধার্মিক প্রজন্ম গঠনে অপরিহার্য।

১। কুরআনের আলোকে:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে তাদের পরিবার সম্পর্কে যে গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তা সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের পরিবার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \

(সূরা আত-তাহরিম, ৬)

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর হৃদয়, শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

এই আয়াতে "তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো" বলার মাধ্যমে সন্তানদের দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করা, তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর অর্পিত হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করো।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, "তোমরা তাদেরকে (পরিবারকে) আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করো।" এর অর্থ হলো, সন্তানদের দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করা পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য।

এছাড়াও, কুরআনে লুকমান (আঃ) এর উপদেশ তার পুত্রকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সন্তান প্রতিপালনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ \

(সূরা লুকমান, ১৩)

অনুবাদ: "যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন বলল, হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়।"
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সন্তানকে সর্বপ্রথম তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া এবং শিরক থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
কুরআনে আরও উল্লেখ আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا \

(সূরা আল-ফুরকান, ৭৪)
অনুবাদ: "এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।"
এই আয়াতে মুমিনগণ তাদের সন্তানদের ধার্মিক ও নয়ন জুড়ানো হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, যা সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তোলে।
এছাড়াও, কুরআনে বিভিন্ন নবীর জীবনে সন্তান প্রতিপালনের সুন্দর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, ইব্রাহিম (আঃ) তার সন্তানের জন্য যে দু'আ করেছিলেন, তা কুরআনে উল্লেখ আছে:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ \
أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(সূরা ইব্রাহিম, ৩৭)
অনুবাদ: "হে আমাদের পালনকর্তা, আমি আমার বংশধরদের কতককে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকটেsettled করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম করে। অতএব, কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-মূল দ্বারা রুযী দান করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"
এই দু'আয় ইব্রাহিম (আঃ) তার সন্তানদের জন্য দ্বীনের উপর অবিচল থাকা এবং রিজিকের বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

২। হাদিসের আলোকে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন:
"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ বুখারী, ১৩৫৮; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৮)
এই হাদিস স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, সন্তানের প্রাথমিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গঠনে পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আচরণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারে না।" (সুনানে তিরমিযী, ১৯৫২)
এই হাদিস সন্তানের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নে পিতা-মাতার ভূমিকার অপরিহার্যতা তুলে ধরে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন:
"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো এবং তাদেরকে উত্তম আদব শিক্ষা দাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৬৭১)
এই হাদিস সন্তানদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ এবং তাদেরকে ভালো ম্যানার শেখানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে।
হাদিসে সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল, তাকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন।
সন্তান জন্মগ্রহণের পর করণীয় সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রাঃ)-এর জন্মের পর তার কানে আযান দিয়েছিলেন। এছাড়াও, আকিকা করা এবং সুন্দর নাম রাখার প্রতিও হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে।
জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার ব্যাপারেও হাদিসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
"প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)
পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা এবং তাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করা।
সন্তানদের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শনের ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে খেলাধুলা করতেন।

৩। ইসলামিক আলেমদের মতামত:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেন, "পিতা-মাতার উপর তাদের সন্তানদের ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলী, যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের দিনের জ্ঞান দান করা ওয়াজিব।"

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সন্তান প্রতিপালনের ইসলামী নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "সন্তানদের শুধু খাদ্য ও বস্ত্র দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং তাদের আত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য সঠিক পরিচর্যা করা অপরিহার্য।"

এই অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি হলো তাদেরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা, উত্তম নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা।

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর "শারহ মুসলিম"-এ উল্লেখ করেছেন যে, শিশুদের ইসলামী আদব ও আখলাক শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

শাইখ সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) বলেন, "সন্তানদের দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান, যেমন তাওহীদ, সালাত, যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য, যাতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাদের দ্বীন সম্পর্কে অবগত হতে পারে।"

ইসলামিক আলেমগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ "ইহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন"-এ সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব এবং পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, সন্তানের অন্তর একটি মূল্যবান রত্নতুল্যের মতো, যা যেকোনো রূপ দেওয়া যায়। তাই শৈশব থেকেই তাকে উত্তম শিক্ষা ও আদব শেখানো পিতা-মাতার কর্তব্য।

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায (রহঃ) সহ অন্যান্য সমসাময়িক আলেমগণও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

মোটকথা, কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি হলো:

- তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করা।
- তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্র ও আদব শিক্ষা দেওয়া।
- তাদের প্রতি স্নেহ, মমতা ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা।
- তাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করা।

এই নীতিগুলোর আলোকেই একজন মুসলিম পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন এবং একটি আদর্শ প্রজন্ম উপহার দিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

সন্তান প্রতিপালন ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত ও গুরুদায়িত্ব। এর সঠিক পরিচর্যা কেবল মাতা-পিতার কর্তব্যই নয়, বরং একটি সুস্থ ও ধার্মিক প্রজন্ম গঠনের ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহয় সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি পর্যায়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১। সন্তান: আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত পরীক্ষা ও গুরুদায়িত্ব

ইসলামে সন্তান কেবল পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ কিংবা সহায়-সম্পদের উৎস নয়; বরং তারা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ আমানত ও কঠিন পরীক্ষা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি এক প্রকার পরীক্ষা।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৮)

এসব আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সামান্যতম অবহেলাও পার্থিব জীবনে নানাবিধ ক্ষতির পাশাপাশি আখিরাতের অনন্ত জীবনে কঠিন আযাবের কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাদের প্রতিপালন করা যায়, তবে এটি জান্নাত লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

২। পিতা-মাতা: সন্তানের চারিত্রিক ভিত্তি স্থাপনকারী স্থপতি

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী ইরশাদ করেছেন:

"প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের (ইসলামের স্বভাব) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৫৮)

এই হাদীস দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জীবনের মূল ভিত্তি ও দিকনির্দেশনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকাই মুখ্য। একটি শিশু তার বিশ্বাস, আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামগ্রিক চরিত্র গঠনে মূলত তার পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই বেড়ে ওঠে।

৩। সুশিক্ষিত সন্তান: পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া

ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি কোনো সন্তানকে সঠিকভাবে ইসলামী নীতি ও আদর্শের আলোকে প্রতিপালন করা যায়, তবে সেই সন্তান তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও তাঁদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

"যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৬৩১)

এই হাদীস থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, একজন সৎ ও আল্লাহভীরু সন্তান যখন আল্লাহর পথে অবিচল থাকে, তখন তার সৎকর্মগুলো পিতা-মাতার জন্যেও স্থায়ী সওয়াব ও শান্তির কারণ হয়।

৪। সন্তান প্রতিপালনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামের সুমহান আদর্শে সন্তান প্রতিপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো:

- সন্তানকে তাওহীদের (একত্ববাদ) উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- তাদেরকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীতে ভূষিত করা।
- তাদেরকে সমাজের জন্য একজন কল্যাণকর ও আদর্শ নাগরিকে পরিণত করা।

এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আর তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোনো রিযিক চাই না; বরং আমিই তোমাকে রিযিক দেব। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।" (সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৩২)

৫। পিতা-মাতার অবহেলা: সন্তান ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি

সন্তানের প্রতি তাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়েই ক্ষতিকর নয়, বরং এর নেতিবাচক প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর বিস্তৃত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার অধীনস্থদের (দায়িত্বশীলদের) হক নষ্ট করলো, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
এখানে 'অধীনস্থ' বলতে মূলত সেই সকল ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সন্তান অন্যতম। সুতরাং, সন্তানদের প্রতি তাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার গাফিলতি করা একটি গুরুতর পাপ।

৬। আধুনিক প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী ইসলামি প্যারেন্টিং-এর অপরিহার্যতা

বর্তমান আধুনিক যুগে আমাদের সন্তানেরা বিভিন্ন প্রকার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো বিষয়গুলো তাদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামের সুমহান প্যারেন্টিং নীতিমালা, যেমন:

- তাদেরকে উত্তম আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।
- সৎ ও নেককার বন্ধু নির্বাচনে উৎসাহিত করা ও সহায়তা করা।
- তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জনে সহযোগিতা করা –

পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আরও বেশি জরুরি ও প্রাসঙ্গিক।

চতুর্থ অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও করণীয়

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান প্রতিপালনের মূলনীতি জানার পর, এই অধ্যায়ে আমরা পিতা-মাতার সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব যা একটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যাবশ্যকীয়।

১। ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন:

সন্তানের জীবনে সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাকে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া এবং ইসলামী শরীয়তের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ \ عَزْمِ الْأُمُورِ

(সূরা লুকমান, ১৭)

অনুবাদ: "হে আমার পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

এই আয়াতে লুকমান (আঃ) তার পুত্রকে নামায প্রতিষ্ঠা করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার শিক্ষা দিয়েছেন। পিতা-মাতারও উচিত তাদের সন্তানদের একই পথে চালিত করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে (প্রয়োজনে) এর জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৫)

এই হাদিস সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ইবাদতের প্রতি অভ্যস্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরে।

করণীয়:

- সন্তানদের তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।
- তাদেরকে নিয়মিত সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা এবং অভ্যস্ত করানো।
- কুরআন তেলাওয়াত শেখানো এবং এর অর্থ অনুধাবন করতে সাহায্য করা।
- রোজা, যাকাত ও অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।
- ইসলামী আদব ও আখলাক (যেমন: সালাম দেওয়া, অন্যের প্রতি সম্মান দেখানো) শেখানো।

২। নৈতিক ও চারিত্রিক গঠন:

ইসলামে উন্নত চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদের উত্তম নৈতিক গুণাবলীতে ভূষিত করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার যে চরিত্রে উত্তম।" (সুনানে তিরমিযী, ২৬১৬)

করণীয়:

- সন্তানদের সত্যবাদিতা, সততা, আমানতদারি ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেওয়া।
- তাদেরকে মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, গীবত করা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত রাখা।
- সহনশীলতা, ধৈর্য, সহানুভূতি ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দেওয়া।
- ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করা এবং খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে বলা।

৩। শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা:

সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা তাদের সঠিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।" (সহীহ মুসলিম, ২৬৬৪)

যদিও এই হাদিস ঈমানের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ার কথা বলে, তবে শারীরিক সক্ষমতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

করণীয়:

- তাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।
- শারীরিক exercise ও খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করা।
- তাদেরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের সুযোগ দেওয়া।
- তাদের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
- তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এবং তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া।

৪। সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি:

ইসলাম সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়। পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ \ الْعِقَابِ

(সূরা আল-মায়িদাহ, ২)
অনুবাদ: "তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অপরের সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

করণীয়:

- তাদেরকে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে শেখানো।
- গরীব ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করা।
- সমাজের কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

ইসলামিক আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সন্তান প্রতিপালন কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দায়িত্ব। পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সচেতন থাকতে হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: পিতা ও মাতার স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত ভূমিকা

ইসলামী শরীয়তে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও তাদের দায়িত্বের কিছু স্বতন্ত্র দিক আছে, তবে সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

১। পিতার ভূমিকা:

পিতা সাধারণত পরিবারের ভরণপোষণ ও আর্থিক দিকটি দেখে থাকেন। তবে ইসলামে পিতার দায়িত্ব শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়।

- **ভরনপোষণ ও সুরক্ষা:** সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

\ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (সূরা আল-বাকারা, ২৩৩)

অনুবাদ: "আর পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয় এবং কোনো পিতাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। যদি পিতা-মাতা পরস্পর সম্মতিক্রমে ও পরামর্শের মাধ্যমে স্তন্যপান বন্ধ করতে চায়, তবে তাদের কোনো পাপ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য স্তন্যধাত্রী নিয়োগ করতে চাও, তবে তাতেও কোনো পাপ নেই, যদি তোমরা তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে পরিশোধ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।"

- **জ্ঞান দান ও আদর্শ স্থাপন:** পিতাকে সন্তানের জন্য একজন আদর্শস্বরূপ হতে হয় এবং তাকে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান দান করতে হয়। লুকমান (আঃ)-এর উপদেশ তার পুত্রকে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পিতার আচার-আচরণ সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।
- **পরিবারের নেতৃত্ব দান:** ইসলামী পরিবার ব্যবস্থায় পিতাকে সাধারণত প্রধানের ভূমিকা দেওয়া হয়। এই নেতৃত্ব সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনে সহায়ক।

২। মাতার ভূমিকা:

মাতা সন্তানের প্রাথমিক পরিচর্যা ও লালন-পালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার স্নেহ, মমতা ও ধৈর্য সন্তানের মানসিক বিকাশে অপরিহার্য।

- **স্নেহ ও মমতা:** মায়ের কোল সন্তানের প্রথম আশ্রয়স্থল। মায়ের ভালোবাসা ও যত্ন সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে।

- **প্রাথমিক শিক্ষা ও নৈতিক দিকনির্দেশনা:** মা সাধারণত সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং তাকে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে ধারণা দেন।
- **ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি:** মায়ের ধার্মিকতা ও ধর্মীয় অনুশীলন ঘরের পরিবেশকে প্রভাবিত করে, যা সন্তানদের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

৩। পিতা-মাতার সম্মিলিত ভূমিকা:

সন্তানের সঠিক বিকাশের জন্য পিতা ও মাতার সম্মিলিত ও সুসমন্বিত প্রচেষ্টা জরুরি।

- **আলোচনা ও পরামর্শ:** সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও তার লালন-পালনের পদ্ধতি নিয়ে পিতা-মাতার পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **একই নীতি অনুসরণ:** সন্তানের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার একই নীতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে সন্তানের মনে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।
- **পারস্পরিক সহযোগিতা:** একে অপরের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা এবং সন্তানের প্রয়োজনে উভয়েই এগিয়ে আসা উচিত।

ইসলামিক আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পিতা ও মাতার নিজ নিজ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সন্তানের সর্বোত্তম বিকাশের জন্য উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। কোনো একজনের অবহেলা সন্তানের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, "পিতা ও মাতার উচিত তাদের সন্তানদের আল্লাহর পথে আহ্বান করা, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং এই বিষয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।"

মোটকথা, সন্তান প্রতিপালনে পিতা ও মাতার স্বতন্ত্র দায়িত্ব থাকলেও, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমেই একটি সুস্থ ও ধার্মিক প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও পর্যায়

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে মাতা-পিতার কাছে আমানতস্বরূপ এবং এই আমানতের সঠিক পরিচর্যা করা প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের অবশ্যকর্তব্য। কুরআন ও সুন্নাহে সন্তান প্রতিপালনের প্রতিটি স্তরের গুরুত্ব ও দিকনির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা জন্মপূর্ব পর্যায় থেকে শুরু করে যৌবনকাল পর্যন্ত সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন ধাপ এবং সেগুলোর ইসলামী তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১। জন্মপূর্ব পর্যায়: একটি নেক প্রজন্মের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি

ইসলামে একটি ধার্মিক ও নেককার প্রজন্ম গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা বিবাহের পূর্বেই শুরু হয়। জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশনায় এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"নারীকে চারটি বিষয়ে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য এবং তার ধর্মের কারণে। তোমরা ধর্মবতীকে গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা সফল হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫০৯০; মুসলিম)

একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী কেবল পারিবারিক জীবনেই শান্তি ও বরকত নিয়ে আসে না, বরং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার এবং একটি নেককার প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

গর্ভধারণের পর থেকে পিতা-মাতার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। এই সময়ে মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতি খেয়াল রাখা যেমন জরুরি, তেমনি আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য দোয়া করাও গুরুত্বপূর্ণ। নবী যাকারিয়া (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে যেভাবে কাতর মিনতি করেছিলেন, তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়:

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৮)

গর্ভাবস্থায় মায়ের কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও অন্যান্য ইবাদত সন্তানের আধ্যাত্মিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২। শৈশবকালীন দায়িত্ব: চারিত্রিক ভিত্তি স্থাপনের কাল

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অভিভাবকের প্রথম কাজ হলো তার কানে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়া। যদিও একটি দুর্বল হাদীসে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর মূল তাৎপর্য হলো শিশুর জীবনে আল্লাহর একত্ববাদের প্রথম স্বীকৃতি স্থাপন করা।

এরপর আসে আকীকার বিধান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"প্রত্যেক শিশু তার আকীকার জন্য বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা হয়, তার মাথা মুণ্ডানো হয় এবং তার নাম রাখা হয়।" (তিরমিযি, হাদীস নং: ১৫২২)
আকীকা একদিকে যেমন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, তেমনি সন্তানের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য দোয়া। সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা সন্তানের আত্মপরিচয় গঠনে সহায়ক।
শৈশবেই সন্তানের চারিত্রিক ও নৈতিক ভিত্তি স্থাপন শুরু করতে হয়। সাত বছর বয়স থেকে তাদের সালাতের জন্য উৎসাহিত করার কথা হাদীসে এসেছে (আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৯৫)। এর মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে ইবাদতের গুরুত্ব অনুধাবন করানো হয়।
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন:
"একজন পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম আদবের চেয়ে উত্তম কিছু দান করতে পারে না।" (তিরমিযি, হাদীস নং: ১৯৫২)
এই "উত্তম আদব"-এর মধ্যে রয়েছে কথা বলা, চলাফেরা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া।
এছাড়াও, সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করা পিতা-মাতার আবশ্যিক দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"আর পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের (মায়েদের) ভরণপোষণ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩)
শৈশবকালে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। তাদের আবেগ-অনুভূতি বোঝা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের ছোট ছোট সমস্যাগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত শাসন বা তুলনা করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, যা তাদের আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন। মানসিক শান্তির জন্য তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানো এবং ইসলামিক গল্প বলা যেতে পারে।
শিশুদের মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও বিনোদনেরও গুরুত্ব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে শিশুদের সাথে খেলা করতেন, যা তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

৩। কৈশোরকাল: পরিবর্তন ও সঠিক পথনির্দেশনার সময়

কৈশোরকাল একটি সন্তানের জীবনে অত্যন্ত সংবেদনশীল পর্যায়। এই সময়ে তাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে এবং তারা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এই সময়ে পিতা-মাতার বন্ধুসুলভ আচরণ এবং সঠিক দিকনির্দেশনা অপরিহার্য।

ধর্মীয় শিক্ষা ও আল্লাহভীতির গুরুত্ব এই বয়সে আরও বাড়ানো উচিত। হযরত লুকমান (আ.) তার পুত্রকে যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, তা কুরআনে উল্লেখ আছে:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"হে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক এক মহা জুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩)

নামায, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের গুরুত্ব তাদের বোঝানো এবং নিয়মিত পালনে উৎসাহিত করা উচিত। সৎসঙ্গের গুরুত্ব এবং খারাপ সঙ্গের কুফল সম্পর্কে তাদের সচেতন করা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"মানুষ তার বন্ধুদের দ্বীন অনুযায়ী হয়। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো, কে কার বন্ধু।" (আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮৩৩)

কৈশোরে সন্তানদের মধ্যে যৌনতার অনুভূতি জাগতে শুরু করে। তাই তাদের শালীনতা, পর্দা ও লজ্জাশীলতার শিক্ষা দেওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারী, হাদীস নং: ৯)

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ব্যাপক প্রভাবের কারণে এই বিষয়ে সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া অত্যাবশ্যক। পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা ও সময় অপচয় থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে এবং জ্ঞানমূলক ও ইসলামিক কন্টেন্টের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

এই বয়সে সন্তানদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা তৈরি করাও গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা এবং তাদের নিজস্ব কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

কৈশোরকালে সন্তানের জীবনে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপক। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন গেমিং তাদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকেই প্রভাব ফেলতে পারে। পিতা-মাতার উচিত তাদের এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া। পর্নোগ্রাফি, সহিংসতা বা সময় অপচয়কারী কনটেন্ট থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। একইসাথে, শিক্ষামূলক ও জ্ঞানার্জনমূলক অনলাইন রিসোর্সের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ এবং এর সঠিক তত্ত্বাবধান করা জরুরি।

সন্তানের মানসিক ও নৈতিক বিকাশে পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক, বোঝাপড়া ও সহযোগিতা সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পারিবারিক কলহ বা তিক্ততা সন্তানের মনে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কুরআন মাজিদে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৪। যৌবনকাল: আত্মপরিচয়, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

যৌবনকাল হলো আত্মনির্ভরশীল হওয়ার এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। এই সময়ে পিতা-মাতার ভূমিকা অনেকটা পরামর্শদাতার মতো। সন্তানের আত্মপরিচয় গঠনে তাদের সাহায্য করা উচিত এবং তাদের চিন্তা ও স্বপ্নের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর..." (সূরা তাহরিম, আয়াত: ৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সন্তানকে আখিরাতমুখী জীবন গঠনে উৎসাহিত করা এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

জীবিকা অর্জনের গুরুত্ব এবং হালাল রিজিকের ফজিলত সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"হালাল উপার্জন করাই ফরজ ইবাদতের পর সর্বোত্তম ইবাদত।" (বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান)

উপযুক্ত বয়সে সন্তানের বিবাহ দেওয়া তাদের চরিত্র রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"যখন তোমরা এমন কাউকে পাও, যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সঙ্গে বিয়ে দাও... না হলে ফিতনা ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে।" (তিরমিযি, হাদীস নং: ১০৮৪)

বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭)

সন্তান যখন নিজের পরিবার গঠন করে, তখনও তাদের পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কুরআনে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ বারবার দেওয়া হয়েছে (সূরা আল-ইসরা: ২৩)।

সন্তান প্রতিপালন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং এর প্রতিটি স্তরের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পিতা-মাতা যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, তবে তারা কেবল একটি সুস্থ ও সুন্দর প্রজন্মই উপহার দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পারবেন।

যৌবনকালে সন্তানেরা নতুন জীবন ও ক্যারিয়ার নিয়ে বিভিন্ন মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। এই সময় পিতা-মাতার উচিত তাদের মানসিক সমর্থন দেওয়া, তাদের আত্মবিশ্বাসী

করে তোলা এবং তাদের যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকা। তাদের ভুল সিদ্ধান্তগুলোতে ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

যৌবনকালে প্রযুক্তি তাদের শিক্ষা, কর্মজীবন ও সামাজিক জীবনে আরও বেশি প্রভাব ফেলে। পিতা-মাতার উচিত তাদের প্রযুক্তির সঠিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহারে উৎসাহিত করা। সাইবার বুলিং, অসত্য তথ্য বা নেতিবাচক অনলাইন কার্যকলাপ থেকে তাদের সচেতন রাখা প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়: বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও সমাধান

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতারা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করব এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

১। সমস্যাসমূহ:

ক। প্রযুক্তির প্রভাব: আজকের শিশুরা ডিজিটাল যুগে বেড়ে উঠছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম তাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও, অতিরিক্ত ও অসচেতন ব্যবহার তাদের নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা তাদের চোখের ক্ষতি করে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বাড়ায়। এছাড়াও, অনুপযুক্ত কন্টেন্ট দেখা, সাইবার বুলিং এবং অন্যদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভাব তাদের সামাজিক দক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে।

খ। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন: স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা পশ্চিমা সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে মুসলিম পরিবারগুলোতে নিয়ে আসছে। পোশাক-আশাক, জীবনযাপন পদ্ধতি এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেক সময় এই সংস্কৃতি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যা সন্তানদের বিশ্বাস ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

গ। পারিবারিক কলহ: পিতা-মাতার মধ্যেকার নিয়মিত ঝগড়া ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। এটি তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা তৈরি করতে পারে। পারিবারিক কলহের কারণে সন্তানেরা বাবা-মায়ের প্রতি আস্থা হারাতে পারে এবং তাদের সুষ্ঠ মানসিক ও আবেগিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।

ঘ। সময়ের অভাব: কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের জন্য যথেষ্ট সময় বের করতে পারেন না। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হয় এবং সন্তানেরা সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার কারণে সন্তানেরা নিরাপত্তাহীন বোধ করতে পারে এবং ভুল পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

ঙ। খারাপ সঙ্গ: কৈশোর এবং তারুণ্যের সময়ে সন্তানেরা বন্ধুদের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়। অসৎ বন্ধুদের প্রভাবে তারা ধূমপান, মাদকাসক্তি বা অন্যান্য খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়তে পারে। খারাপ সঙ্গ তাদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

২। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সমাধান:

ক। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার: সন্তানদের জন্য স্ক্রিন টাইমের সীমা নির্ধারণ করা উচিত এবং তারা কী দেখছে বা ব্যবহার করছে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। শিক্ষামূলক ও উপকারী অ্যাপস এবং প্রোগ্রাম ব্যবহারে উৎসাহিত করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ \ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(সূরা আন-নূর, ২১)

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নিশ্চয়ই সে অশ্লীল ও মন্দ কাজের আদেশ করে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের উপর না থাকত, তবে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করতে হবে, যার মধ্যে খারাপ জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝানো এবং এর অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। পরিবারের সকলে একসাথে বসে কিছু সময় ডিভাইস-মুক্ত থাকার নিয়ম তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক ও জ্ঞান-অর্জনমূলক অ্যাপস এবং প্রোগ্রামের সাথে সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

অনুবাদ: "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর – এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা আল-ইসরা, ৩৬)

এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, আমরা যা দেখি বা শুনি, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সন্তানদেরও এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

খ। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন: সন্তানদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইসলামী ঐতিহ্যের সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো উচিত। ইসলামিক ইতিহাস, নবীর (সা.) জীবন ও সাহাবাদের (রা.) আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। পশ্চিমা সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহণ এবং খারাপ দিকগুলো বর্জন করার মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}

অনুবাদ: "ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করো। বলে দাও, আল্লাহর পথই একমাত্র সঠিক পথ। যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরেও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা আল-বাকারা, ১২০)

এই আয়াত আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আদর্শের উপর দৃঢ় থাকার এবং অন্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ না করার শিক্ষা দেয়।

গ। ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা: সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করানো উচিত। কুরআন তেলাওয়াত, নবীর জীবনী ও ইসলামিক কাহিনী শুনানোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধার্মিকতার বীজ বপন করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং জ্ঞানানুযায়ী আমল করো।" (আল-মু'জাম আল-আওসাত লিত তাবরানী, ৫৯৭৬)

পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা: পিতা-মাতার উচিত নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং একটি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \

(সূরা আল-আনফাল, ১)

অনুবাদ: "তোমরা নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"

ঘ। পারিবারিক কলহ: পিতা-মাতার উচিত ধৈর্য ধারণ করা, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং নিজেদের মধ্যেকার সমস্যাগুলো শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

অনুবাদ: "আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো, তবে পুরুষের পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং নারীর পক্ষ থেকে একজন সালিস প্রেরণ করো। যদি তারা উভয়ে

মীমাংসা চায়, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" (সূরা আন-নিসা, ৩৫)

এই আয়াত পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঙ। সন্তানদের সময় দেওয়া: পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদের জন্য সময় বের করা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সমস্যাগুলো শোনা এবং তাদের সাথে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। পিতা-মাতার উচিত তাদের দৈনন্দিন রুটিনে সন্তানদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা, যেখানে তারা তাদের সাথে কথা বলবেন, খেলবেন বা শিক্ষামূলক আলোচনা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। আর যারা এরূপ করবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, ৯)

এই আয়াত আমাদের সম্পদ ও সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকা উচিত নয়, বরং উভয়ের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

চ। ভালো সঙ্গ নির্বাচন: সন্তানদের ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করা এবং খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন দেখে নেয় সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪৮৩৩)

ইসলামিক আলেমগণও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সচেতন থাকার এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) বলেন, "পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানদের এমন পরিবেশে লালন-পালন করা যেখানে তারা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খারাপ প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।"

সন্তানদের ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করা এবং খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করা উচিত। তাদের বন্ধু নির্বাচনে সাহায্য করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"একজন ভালো সঙ্গী এবং একজন খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো কস্তুরী বহনকারী এবং কামারের হাপরের মতো। কস্তুরী বহনকারী হয়তো তোমাকে কিছু দেবে, অথবা তুমি তার কাছ

থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" (সহীহ বুখারী, ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম, ২৬২৮)
এই হাদীস ভালো ও খারাপ সঙ্গের প্রভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম যে, আধুনিক যুগে সন্তান প্রতিপালনে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করার তাওফিক দান করুন।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতারা বহুবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমস্যাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকিত পথে তাদের সম্ভাব্য সমাধানের উপায় অন্বেষণ করব।

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

আলোচিত এই থিসিস পত্রে আমরা ইসলামের সুমহান দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একজন পিতা ও মাতার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নাহর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার আলোকে আমরা সন্তানের মর্যাদা, ইসলামী নীতি অনুযায়ী তাদের প্রতিপালনের মৌলিক নীতিমালা এবং একজন পিতা ও মাতার স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত ভূমিকার তাৎপর্য তুলে ধরেছি। একইসাথে, আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সন্তান প্রতিপালনের পথে যেসব বহুমাত্রিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, সেগুলো চিহ্নিত করে ইসলামী শিক্ষার আলোকে তাদের কার্যকর সমাধানের উপায়ও বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।
আমাদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টি কেবল একটি সামাজিক প্রথা বা নিছক পারিবারিক দায়িত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বরং এটি একজন মুমিন-মুসলমানের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত করবেন। সুতরাং, প্রত্যেক বিবেকবান মুসলিম অভিভাবকের অবশ্যকর্তব্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানালোকে তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে লালন-পালন করা, তাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা, তাদের মধ্যে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মানবিক গুণাবলী গঠনে সর্বাত্মক সহায়তা করা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি যত্নবান হওয়া।

আমরা এই আলোচনায় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে মুমিনদেরকে তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষার জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, নেক ও সৎ সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে কাতর প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যদিকে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম ব্যবহার ও সদাচরণের গুরুত্ব, সন্তানদের প্রতি সুবিচার ও অপার স্নেহ প্রদর্শনের অপরিহার্যতা এবং জ্ঞানার্জনের পথে উৎসাহিত করার তাৎপর্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

পিতা ও মাতার স্বতন্ত্র দায়িত্বের পাশাপাশি সন্তানের সুষ্ঠু ও সামগ্রিক বিকাশের জন্য তাঁদের উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা, গভীর বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্বও এই আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে। একটি harmonius ও supportive পারিবারিক পরিবেশ সন্তানের মানসিক ও আবেগিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর যুগে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যেসকল জটিল চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর কার্যকর মোকাবেলায় ইসলামী মূল্যবোধের গভীর জ্ঞান, প্রযুক্তির সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর আমরা বিশেষ জোর দিয়েছি। কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার সঠিক অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আধুনিক যুগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারি এবং তাদেরকে ইসলামের শ্বাশত আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই।

পরিশেষে এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চাই যে, ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমেই একটি ধার্মিক, নীতিবান, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও উন্নত প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব, যা কেবল ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনবে। আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে কায়মনোবাক্যে এই মর্মে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সকলকে সেই তাওফিক দান করেন।

আমীন।